দৈনিক খবর

তারিখ 14 APR 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

‘শিশুর ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী তাকে শিক্ষা দেয়া উচিত’

● কাজী রিয়াজুল ইসলাম ●

সারা বিশ্বের মানুষকে কিভাবে শিক্ষিত করে তোলা যায়, এ নিয়ে শিক্ষা বিজ্ঞানীরা ব্যাপক গবেষণা করছেন। এ বিষয়ে শিশুদের প্রতি তারা বেশী নজর দিয়েছেন। সব শিশু যাতে স্কুলে যায় এজন্য সব দেশই ব্যাপক পরিকল্পনা নিচ্ছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এজন্য খরচ হচ্ছে কোটি কোটি ডলার। গরীব শিশুরা যাতে বিনা বেতনে পড়তে পারে, বই-খাতা-পেন্সিল বিনা মূল্যে পেতে পারে এবং এমনকি স্বল্প মূল্যে বা বিনা মূল্যে যাতে খাদ্যও পেতে পারে এরূপ বিভিন্ন ব্যবস্থাও করছে বিভিন্ন দেশ। শিশু শিক্ষা কিভাবে উন্নতি করা যায়, শিশুদেরকে কিভাবে সহজ পন্থায় লেখাপড়ার দিকে আকৃষ্ট করা যায় বা শিশুরা কিভাবে সহজে পড়া তৈরী করে তা মনে রাখতে পারে এরূপ বিভিন্ন বিষয়ে চলছে ব্যাপক গবেষণা। শিশু শিক্ষার উপর গুরুত্ব এতো বেশী এ কারণেই দেয়া হচ্ছে যে, একজন মানুষের শিশু জীবনটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময় থেকে তাকে যেমনভাবে গড়ে তোলা যাবে সে ঠিক তেমন মানুষই হবে। নরম কাদার দলা ইচ্ছেমতো বিভিন্ন আকৃতিতে পরিণত করা যায়, ঠিক তেমনি শিশুদেরকেও ইচ্ছেমতো গড়ে তোলা যায়। জনৈক মনীষী বলেছেনঃ “শিশুদের হৃদয় হলো নরম কাদার মতো।”

আমরা সবাই শিশুদের ভালোবাসি। প্রবাদ আছেঃ ‘যারা শিশুকে ভালোবাসে না তারা হিংস্র।’ অধ্যাপক আবুল ফজল বলেছেনঃ ‘মায়ের চোখে আকাশের চাঁদ আর কোলের চাঁদে কোন তফাৎ নেই।’ আমাদের সবার কাম্য সব শিশুই সুখে থাকুক, লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হোক। এজন্য আমরা শিশুদের প্রতি খুব নজর রাখি, বিশেষ করে তাদের লেখাপড়ার দিকে। কেননা আধুনিক সভ্য বিশ্বে শিক্ষা ছাড়া সুস্থ ও সম্মানের সাথে জীবন ধারণ করার কথা কল্পনাই করা যায় না। যে শিশু পিতা-মাতার চোখের মণি, সাত রাজার ধন, সে শিশুই কিন্তু পিতা-মাতার দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যদি তারা প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে না ওঠে। আজকের শিশু আগামী দিনের নাগরিক। কিন্তু সে যদি লেখাপড়া না শিখে গুন্ডা, ডাকাত, চরিত্রহীন হয় তাহলে সেরূপ শিশু জন্মানো মানে সমাজের হুমকি। জন হে উড বলেছেনঃ ‘অশিক্ষিত সন্তানের চেয়ে সন্তান না থাকাই ভালো।’

শিশুকে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা খুবই কঠিন কাজ। লেখাপড়া শিখবার জন্য দৈহিক ও মানসিক শ্রমের প্রয়োজন যা খুবই কষ্টকর। লেখাপড়া শিখার জন্য কতিপয় নিয়ম-কানুন, শৃঙ্খলা ও বাধ্যবাধকতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবলম্বন করা প্রয়োজন যা সত্য সত্যই খুব কঠিন। এছাড়াও কোন কোন শিক্ষার্থীর থাকতে পারে বিশেষ বিশেষ বিষয়। যেমন অংক বা বিজ্ঞানের ভয়, সর্বোপরি সবারই থাকে পরীক্ষার ভয়। শিশুরা মুক্ত পাখীর মতো থাকতে চায়। তারা কোন নিয়ম-কানুন, ভয়-ডরের মধ্যে বন্দী হতে চায় না-এসব তারা বরদাশ্‌ত করতে পারে না। তারা চায় হেসে-খেলে বেড়াবে, ক্ষুধা পেলে খাবে, ঘুম পেলে ঘুমোবে। তাইতো কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র বলেছেনঃ ‘সম্ভব হলে মানুষ শৈশবে ফিরে যেতে চাইতো। কেননা শৈশবই একমাত্র দায়হীন কাল।’

শিশুদেরকে খুবই সতর্কতার সাথে লেখাপড়া শিখাতে হবে। তারা যেন না ভাবে লেখাপড়াটা এতটুকু কঠিন বিষয়। এমন কৌশলে তাদেরকে লেখাপড়া শিখাতে হবে যেন না বুঝতে পারে তারা কোন নিয়ম-কানুনের মধ্যে বন্দী হতে চলেছে কিম্বা তাদের উপর কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। সাগরের স্রোতের বিপরীতে জাহাজ চালানো খুবই কঠিন। এতে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। স্রোতের অনুকূলে এঁকেবেঁকে চলে জাহাজকে গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমান নাবিকের লক্ষণ। শিশুদের মনটাও সাগরের স্রোতের মত দুর্বার। তাদের মনের বিরুদ্ধে আমরা কিছু করলে তারা কেঁদে-কেটে, অভিমান করে প্রতিবাদ জানায়। সুতরাং তাদের মন ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে না গিয়ে বরং অনুকূলে চলেই কৌশলে তাদেরকে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাওয়াটাই একজন অভিজ্ঞ শিক্ষকের দায়িত্ব। শিশুদেরকে এমনভাবে লেখাপড়া শিখাতে হবে যেন তারা মনে করে খেলাধুলার মতই লেখাপড়া তাদের প্রিয় বিষয়। এ মার্সন বলেছেনঃ ‘শিশুর ব্যক্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসী হোন। তার উপর মাত্রাতিরিক্ত অভিভাবকত্ব করবেন না, শিশুর রাজ্যে অনধিকার প্রবেশও তার মানসিকতার পক্ষে শুভ নয়।’

শিশুদেরকে কিভাবে সহজে লেখাপড়া শিখানো যায় এ বিষয়ে গবেষণা করে অনেক সুন্দর সুন্দর পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়েছে। কোন কোন বিদ্যালয়ে শিশুদেরকে খেলাধুলার মাধ্যমে লেখাপড়া শিখানো হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে শিশুদের ইচ্ছার সাথে সংগতি রেখে লেখাপড়া শিখানো হচ্ছে। এসব পদ্ধতির মাধ্যমে বেশ সুফল পাওয়া যাচ্ছে। এমন পদ্ধতিতে যদি শিশুদেরকে লেখাপড়া শিখানো যায় যার মাধ্যমে তারা তাদের মনের চাহিদা মেটাতে পারে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই শিশুরা সেই শিক্ষা পদ্ধতিকে ভালোবাসবে এবং তারা তাদের অজান্তেই লেখাপড়া শিখবে। শিশুদের জন্য স্বল্প সংখ্যক রংবেরং-এর বই নির্বাচন করতে হবে, যাতে করে তারা বই-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়। অনেক উন্নত স্কুলে এমন সুন্দরভাবে শিক্ষা দেয়া হয় যে, শিশুরা বাসায় না থেকে সারাক্ষণ স্কুলেই থাকতে চায়। একজন আদর্শ শিক্ষককে পবিত্র কোরআনের এই বাণীটা অবশ্যই স্মরণ করতে হবে, ‘আল্লাহ কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না।’

‘শিশুদের উপর কখনোই অতিরিক্ত বই-পুস্তক চাপিয়ে দেয়া উচিত নয়। যে কোন কারণেই হোক তাদেরকে এতটুকু ভয় দেখানো যাবে না। শিশুদেরকে মারপিট করার কল্পনা করাও পাপ। নিয়ম-কানুন লংঘন করে শিশুদেরকে লেখাপড়া শিখাতে চাইলে তা ব্যর্থ হবেই। অনিয়ম অনেক ক্ষেত্রে শিশুদের পাগল করে দিতে পারে কিম্বা মৃত্যুর দিকেও ঠেলে দিতে পারে। বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটো বলেছেনঃ ‘শিশুর ধারণ ক্ষমতা অনুসারে তাকে শিক্ষা দেয়া উচিত। তবেই সে একদিন কালজয়ী বিশেষজ্ঞ হতে পারবে।’